দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ইফতার মাহফিল

দামুড়হুদা উপজেলার ১নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এ দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মতি, ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শরিফ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান মন্টু, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার নান্নু,৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামিম রেজা, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোস্তফা মধু, ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দীন, ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুছ, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ও প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিলন হোসেন সহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যবৃন্দ সহ দোয়া ও ইফতার মাহফিলে দলীয় নেতা কর্মীরা অংশ নেয়।

এসময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু বলেন, দেশের অভাবনীয় উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রচন্ড দেশপ্রেম নিরলস

প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে যার যার অবস্থান থেকে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দামুড়হুদা উপজেলাবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেন।

আ. লীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা কাশেমের ছেলে লিওন গুরতর জখম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়েছে তিন মাস পূর্বে। কিন্তু তার জের শেষ হয়নি এখনো। মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করার কারনে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের নেতাকর্মীরা গ্রামের মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্তানের কমিটি পুনর্গঠন করতে চাই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটির দখল নিতে শুরু হয়েছে অধিপত্য বিস্তারের মহড়া। অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার (১ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের মাদ্রাসা মাঠের পাশে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রাঁধাকান্তপুর গ্রামের আবুল কাশেম মাস্টারের ছেলে শাহরিয়ার লিওন (৩৮), আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আনসার আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, পালু শেখের ছেলে মোছাব আলী এবং নজরুল ইসলাম।

অপর পক্ষের আহতরা হলেন একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও জামাই ফারুক হোসেন।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি শাহরিয়ার লিওনের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক।

আহত লিওনের পক্ষের কর্মী সুরজ আলী বলেন, তিন মাস আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়েছে। সেই নির্বাচনের জের ধরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনকে গ্রামের মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্তানের কমিটি থেকে বাদ দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতাকর্মীরা। তারা এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তারা এলাকায় অধিপত্য বিস্তার করেছে। তারাবি নামাজ শেষে শাহরিয়ার লিওনসহ অন্যান্যরা একটি দোকানে বসে ছিলেন।

এসময় মহসিন আলীর ছেলে ভনা ও ফারুক, আমজাদ হোসেনের ছেলে সেলিম, রেজাউল হকের ছেলে রানা হোসেন ও জাহাঙ্গীর কিতাব আলীর ছেলে মিলটন, মোজাম্মেল হকের ছেলে হামিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন লোক দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে এসে লিওনের সাথে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এসময় উভয় পক্ষের ৭ জন আহত হন।

পরবর্তি পিরস্থিতি শান্ত রাখতে বর্তমানে এলাকায় বিপুল পরিমান পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বাগওয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি

মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতি তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রকিবউদ্দীনসহ বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃকর্মীবৃন্দ।

উপজেলা সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে আরো গতিশীল করে, সংগঠিত করার মাধ্যমে মেহেরপুর মুজিবনগরের গর্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর হাতকে শক্তিশালী করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন অতিথিবৃন্দ।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ইফতার মাহফিল

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু’র উদ্যগে সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার সময় দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ এর সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, ইসমাইল হোসেন, উপজেলা শ্রমিক

লীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, ইউপি সদস্য হাসান আলী, মতিয়ার রহমান, নূরুল ইসলাম, সুমন আলী, লিয়াকত আলী, উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু সহ সদর ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক প্রমূখ।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশীদ।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মী কারাগারে

চুয়াডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। হাইকোর্ট থেকে নেওয়া আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার তা নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এসময় ৩ নেতা-কর্মীর জামিন দেন তিনি।

এদিকে, একে একে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিলে হাজিরা দিতে আসা প্রায় ৫৩ জন নেতা-কর্মী আদালত থেকে পালিয়ে যান।

বিএনপি দলীয় আইনজীবী অ্যাড. শাহাজাহান মুকুল জানান, নাশকতা মামলায় হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আগামী রোববার (৩১ মার্চ) আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার ১০৭ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে পুনরায় জামিন আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৩ জনকে জামিন ও ৪৭ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার। এসময় আদালত থেকে ৫৩ জন নেতা-কর্মী হাজিরা না দিয়ে চলে যান। তিনি বলেন, তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার বিচার বিভাগ, পুলিশ-প্রশাসনসহ সবকিছু হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার বিভাগের প্রতি যে

আস্থা ছিল, সেটিও হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের নেতা- কর্মী প্রকৃত ন্যায়বিচার পাননি। আদালত ফরমায়েশিভাবে নেতা- কর্মীদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফজলুল হক ফজল (৭৪) মারা গেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটার সময় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মৃত্যুকালে তার তিন ছেলে এক মেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু, বান্ধব, রাজনৈতিক সহকর্মীসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।
প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতা গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

ফজলুল হকের ভাস্তে আজিজুল হক রানু এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বর্তমানে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও গাংনী মার্কেট মালিক সিমিতি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আজ শনিবার রাত ১০ টার সময় গাংনী হাইস্কুল ময়দানে নামাজে জানাযাশেষে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এদিকে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা ফজলুল হকের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় বিএনপির ৭ নেতার জামিন

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলায় বিএনপি ও অঙ্রগ সংগঠনের ৭ নেতা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) বিকালে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন দেন।

জামিনপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমান।

এদিকে বিএনপি সহযোগী সংগঠনের এই ৭ নেতা সন্ধ্যায় কারাগার থেকে বের হলে কারাফটকে ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন তাদের ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর আগে একই মামলায় সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুন জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ এনে সদর থানা পুলিশ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে।

মামলা দুটিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর

রহমানকে আসামি করা হয়।

মামলায় মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন।

গত ১০ মার্চ দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জেলে যান।

দর্শনায় পৃথক ভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় পৃথক পৃথক ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দগ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে আজ রবিবার (১৭ মার্চ) সকাল ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, আওয়ামীলীগ নেতা, বিল্লাল হোসেন, সোলায়মান কবির, জয়নাল আবেদীন নফর, দাউদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগনেতা পারভেজ, লোমান, মিল্লাত, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের হৃদয়ে চলার পথের বাতিঘর হয়ে থাকবেন । তাঁর আদর্শ ও দর্শন আমরা যতদিন অনুসরণ করে চলবো ততদিন এ জাতি পিছু পা হবে না। বঙ্গবন্ধু না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। স্বাধীননতার সুফল প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার হোক।

অপরদিকে দর্শনা ঐতিহ্যবাহী কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৯ টায় দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ফাইন্যাস অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মিল কারখানার মহা ব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা, দর্শনা চিনিকলের মহা ব্যাবস্থাপক প্রশাসন এডি এম ইউসুফ আলী, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদসহ শ্রমিক কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই (এমপি) বর্নাঢ্য জীবনাবসান

ঝিনাইদহ-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আব্দুল হাই মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)।

আজ শনিবার (১৬ মার্চ) থাইল্যান্ডের বামরুনদগ্রাদ হাসপাতালে ব্যাংককের স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুর বিষয়টি থাইল্যান্ডে অবস্থান করা তার ব্যক্তিগত সহকারী শহিদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ২ ছেলেসহ অসংখ্য

গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল হাই এমপির শৈলকুপা উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ফয়জুদ্দিন মোল্লা ও মাতা ছকিরন নেছা দম্পতির ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। তার শিক্ষাজীবন শুরু পাশর্^বর্তী মির্জাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ৫শ্রেণী পাশ করার পর ভর্তি হন বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন তিনি। বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি। বিপদে-আপনে ছুটে যান কর্মীদের পাশে। সেই থেকে তার জনপ্রিয়তা শুরু। ১৯৬৯ সালে সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি বৃহত্তর যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঝাপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। সেখানেও তিনি নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবন বাজি রেখে তিনিই ঝিনাইদহে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। দেশ স্বাধীনের পর তিনি ঝিনাইদহ যুবলীগের আহবায়ক ও ১৯৭৩ সালে যুবলীগের ঝিনাইদহ মহকুমার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকে জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। পরে ১৯৮৭ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৮ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-১ আসন (শৈলকুপা) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে সারাদেশে মাত্র ৫৮টি আসনে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এর শৈলকুপা আসন।

স্বাধীনতার টানা ৩০ বছর পর তিনি বিএনপির হাত থেকে শৈলকুপা আসনটি উদ্ধার করে আওয়ামী লীগের দখলে নেন। তিনি ২০০১ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৫ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুল হাই এমপি। ২০০৮ সালের

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালের কাউন্সিলে দ্বিতীয় বারের মতো ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে একাদশ সংসদ নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তৃতীয়বারের মতো জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন তিনি।

আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ -২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলসহ জেলার নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। তার জানাযা ও দাফনের বিষয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মে মাসের শুরু থেকে কয়েক ধাপে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচনের ভোট গ্রহনের ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ ঘোষণার পর

চুয়াডাঙ্গায় সদর উপজেলা যুবলীগের সকল নেতাকর্মীদের নিয়ে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা করেন তিনি।

মনোয়নপত্র দাখিলের দিন তারিখ ঠিক করার আগেই আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা করেন নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাপুর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন আগামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। তাই নির্বাচন সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ্য হয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে কেন্দ্র কমিটি গঠন করতে হবে। নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না। আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বাসীর ভাগ্য যেমন নির্ধারণ হবে তেমনি সকলে একসাথে কাজ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

এসময় বক্তারা বলেন, নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করে এই পর্যায়ে আসছেন।তিনি একজন পরিছন্ন রাজনীতিবিদ। বর্তমানে তার যোগ্য নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ আজ দেশের ভিতরে সুসংগঠিত একটি জেলা। আমরা জানি নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে যেমন জনপ্রিয় তেমনি অনেক উন্নয়ন করেছেন। আমাদের অভিভাবক তিনি এবং আমাদের শেষ ঠিকানা। তাই আমরা চাই আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে এই সেবা আরও বেশি ভোগ করবে এবং নিরাপদে থাকবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বাসী।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, জেলা যুবলীগের

আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আজাদ আলী, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, তপন কুমার বিশ্বাস, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিপুল জোয়ার্দ্দার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পীরু মিয়া, শেখ শাহি, বিপুল জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ২ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দরুদ হাসান, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, তানভীর রেজা টুটুল, দিপু বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ইমরান ফেরদৌস, মোঃ কাফি।

আরও উপস্থিত ছিলেন আলুকদিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মুক্তার হোসেন, সানোয়ার হোসেন, আসমাউল, মানোয়ার মেম্বার, পান্না, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজ, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মমিন, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির বনফুল, সাধারণ সম্পাদক জান্টু, সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন মেম্বার, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রুবেল, আমান, ফাহাদ, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রিংকু, স্বপন, মমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লিপুউজ্জামান ছোট, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা বঙ্গ, মিরাজ মাস্টার, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ আহমেদ, জাকির, তিতুদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদ রেজা, সাধারণ সম্পাদক নেয়ামত মল্লিক, গড়াই টুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন চাঁদ মেম্বার,

নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রহিদুল ইসলাম, এনামুল, টোটো, বেগমপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ওয়ালিউল ইসলাম প্রকাশ, মিলন, টুটুল, রেজা, তুহিন, সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।